২। রুদ্রদামনের চরিত্র।

শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের গির্ণার শিলালেখে অতি সুন্দরভাবে রুদ্রদামনের চরিত্রের এক অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে।

একজন সুশাসক সম্রাট হবার জন্য উপযুক্ত সমস্ত গুণই তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন স্বয়ং সর্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় ও রণনীতিতে সুনিপুণ এক মহাশক্তিশালী সম্রাট। আকর (পূর্ব মালব), অবন্তি (পশ্চিম মালব), অনূপ (বর্তমান নীপার জেলা), নীবৃৎ, আনর্ত (উত্তর

Scanned by CamScanner

কাথিয়াবাড়), সুরাষ্ট্র (দক্ষিণ কাথিয়াবাড়), শ্বভ্র (সাবরমতীর উত্তরাংশে), মরু (রাজপুতানার মরু অঞ্চল), কচ্ছ (কুচ), সিন্ধু (নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিমভাগ), সৌবীর (নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার পূর্বভাগ), কুকুর (উত্তর কাথিয়াবাড়), অপরান্ত (উত্তর কোঙ্কন), নিষাদ (পশ্চিম বিন্ধ্যাঞ্চল থেকে আরাবল্লী পর্বত পর্যন্ত অঞ্চল) নিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

জোহিয়াবাড় ও ভরতপুরের বিজয়গড়ের অধিবাসী যৌধেয়গণ সেকালে মহাবীর যোদ্ধা বলে সকল ক্ষত্রিয়ের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রুদ্রদামন তাঁদেরও পরাজিত করেন। সে যুগের মহাশক্তিশালী দক্ষিণাপথপতি সাতকর্ণিকে তিনি যুদ্ধে দুবার সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকায় তিনি তাঁকে বধ করেননি বা তাঁর রাজ্য কেড়ে নেননি। অন্যান্য অনেক রাজাকেও পরাজিত করে তিনি তাঁদের রাজ্য কেড়ে নেন নি।

রুদ্রদামন ছিলেন সুশাসক সম্রাট। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে সব দস্যুতস্করদের উৎখাত করে এবং হিংস্র জীবজন্তু ও রোগব্যাধির প্রকোপ দূর করবার ব্যবস্থা করে প্রজাদের সুরক্ষার ও কল্যাণবিধানের ব্যবস্থা করেন। ফলে প্রজারা ছিল তাঁর প্রতি খুবই অনুরক্ত। গির্ণার পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সুদর্শন হ্রদের বাঁধের বিশাল এক অংশ তাঁর রাজত্বকালে প্রবল এক ঝড়বৃষ্টির ফলে ভেঙে-জলশূন্য হয়ে যায়। ফলে ঐ অঞ্চলের প্রজারা প্রবল জলকষ্টের কবলে পড়ে। তখন তিনি কোন আপৎকালীন কর, স্বেচ্ছাদান, বেগার শ্রম প্রভৃতি দ্বারা প্রজাদের উপর কোন বোঝা না চাপিয়ে অমাত্যদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজের রাজকোষ থেকে বিপুল অর্থ ব্যয় করে সেই ভগ্নস্থান আরো সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিয়ে দেন।

তিনি অকারণে অর্থাৎ বাধ্য না হলে কোন ব্যক্তিকে বধ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। নিজে থেকে তাঁর সঙ্গে যাঁরা যুদ্ধ করতে আসতেন তাঁদের তিনি অস্ত্র প্রহারে ছত্রভঙ্গ করে দিতেন। তিনি গো-ব্রাহ্মণের সেবা করতেন। তিনি সর্বদা উপযুক্ত পাত্রে দান ও সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং অকারণে কাউকে অপমান করতেন না। প্রজাকল্যাণে তিনি নিত্য বহু অর্থব্যয় করতেন।

ন্যায়সম্মতভাবে সংগৃহীত খাজনা, পণ্যকর, সাধারণ কর ইত্যাদি দ্বারা তাঁর রাজকোষ ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল, অন্যায় করের বোঝা তিনি প্রজাদের উপর চাপাতেন না।

রুদ্রদামন যে শুধু বিক্রমশালী ও ধার্মিক প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন, তাই নয়। তিনি ছিলেন ব্যাকরণ, রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীতবিদ্যা, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও প্রয়োগনিপুণ। স্ফুট, লঘু, মধুর, বিচিত্র ও কান্তিগুণসম্পন্ন শব্দে ও সুন্দর অলংকারে সমৃদ্ধ গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য রচনাতেও তিনি সুনিপুণ কবি ছিলেন। গুণের মত তাঁর রূপ, গমনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরও ছিল অসাধারণ সুন্দর। ফলে বহু রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভায় তিনি তাঁদের বরমালা লাভ করেছিলেন। এক কথায়, রুদ্রদামন ছিলেন রূপেগুণে অতুলনীয়।

Scanned by CamScanner